FINANCE

YEAR 2018

10 MINUTE SCHOOL

ALL BOARD 2018

অর্থায়ন ও ব্যবসায় অর্থায়ন

৩। মি. শাহেদ একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। নতুন বাড়ি নির্মাণের জন্য তিনি আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব থেকে কিছু অর্থ ধার করেন। কিন্তু তা দিয়ে বাড়ি নির্মাণ করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই তিনি অবশিষ্ট প্রয়োজনীয় অর্থ ৮.৫% হারে একটি ব্যাংক থেকে ঋণ নেন। [সকল বোর্ড '১৮]

ক) PPP এর পূর্ণরূপ লিখ।

খ) তারল্য বনাম মুনাফা নীতিটি ব্যাখ্যা কর।

গ) মি. শাহেদ কোন ধরনের অর্থায়ন করেছেন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ) বাড়ি নির্মাণে মি. সাহেদের ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ কতটা যৌক্তিক বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও।

উত্তর

ক) PPP এর পূর্ণরূপ লিখ।

PPP এর পূর্ণরূপ হল public private partnership.

খ) তারল্য বনাম মুনাফা নীতিটি ব্যাখ্যা কর।

তারল্য ও মুনাফার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষাকারী নীতিটি হলো তারল্য বনাম মুনাফা নীতি।

নগদ অর্থ ও মুনাফার মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান। নগদ অর্থ বেশি রাখলে বিনিয়োগ কম হয় ফলে মুনাফা কমে যায়। অপরদিকে মুনাফা বৃদ্ধির প্রত্যাশায় বেশি বিনিয়োগ করা হলে তারল্য বাড়ে, নগদ টাকার ঘাটতি দেখা দেয়। তাই উক্ত নীতি অনুযায়ী নগদ অর্থ এবং বিনিয়োগের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

গ) মি. শাহেদ কোন ধরনের অর্থায়ন করেছেন? ব্যাখ্যা কর।

উদ্দীপকে মি. শাহেদ পারিবারিক অর্থায়ন করেছেন।

পারিবারিক অর্থায়নের ক্ষেত্রে পরিবারের উৎস ও পরিমাণ নির্ধারণ করে সে আয়ে কীভাবে ব্যয় করলে পরিবারের সদস্যদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল হয় তা নির্ধারণ করা হয়। এক্ষেত্রে পরিবারের প্রয়োজনীয় অসংখ্য ব্যয়ের মধ্যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যয় গুলো পূরণ করা হয় এবং ঘাটতি থাকলে সে অর্থ বিভিন্ন উৎস থেকে সংস্থান করা হয়।

উদ্দীপকে জনাব শাহেদ একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। তিনি বাড়ি নির্মাণের জন্য আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব থেকে কিছু অর্থ ধার করেন। উক্ত অর্থ দ্বারা বাড়ি নির্মাণ করা সম্ভব হচ্ছে না বিধায় অবশিষ্ট প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে সংস্থান করেন। তিনি নিজের এবং পরিবারের সদস্যদের সুবিধার জন্য গৃহ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং যথাযথ অর্থায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঘাটতি অর্থ যোগান দিয়েছেন। সুতরাং বলা যায়, মি. শাহেদের অর্থায়নের ধরন হলো পারিবারিক অর্থায়ন।

ঘ) বাড়ি নির্মাণে মি. সাহেদের ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ কতটা যৌক্তিক বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও।

বাড়ি নির্মাণে মিস্টার শাহেদের ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ সম্পন্ন যৌক্তিক বলে আমি মনে করি।

পারিবারিক অর্থায়নের ক্ষেত্রে পরিবারের আয়ের উৎস ও পরিমাণ নির্ধারণ করে সে কীভাবে ব্যয় করলে পরিবারের সদস্যদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হয় তা নির্ধারণ করা হয়। পরিবারের ক্ষেত্রে দৈনন্দিন ব্যয় অস্থায়ীভাবে সংঘটিত হতে পারে। স্থায়ী ব্যয় বড় অংকের ব্যয় বিধায় পারিবারিক অর্থায়নের মাধ্যমে যদি ঘাটতি দেখা দেয় সেক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

উদ্দীপকে দেখা যায় মিস্টার শাহেদ নতুন বাড়ি নির্মাণের জন্য আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব থেকে কিছু অর্থ ধার করেন। কিন্তু সেই অর্থ বাড়ি নির্মাণের জন্য পর্যাপ্ত না হওয়ায় অবশিষ্ট প্রয়োজনীয় অর্থ ৮.৫% হারে একটি ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়।

পরিবারের আয় যদি দৈনন্দিন ব্যয় ও প্রয়োজনে স্থায়ী ব্যয় বহনে অপর্যাপ্ত হয় সেক্ষেত্রে পরিবারের বাইরে অর্থাৎ বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, ব্যাংক বা বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে সেই অর্থ সংস্থান বা ঘাটতি মোকাবেলা করা যেতে পারে। জনাব সাহেদ যদি সম্পূর্ণ নিজের অর্থায়নে তার বাড়ি করার সিদ্ধান্ত নিতেন তাহলে হয়তো অর্থের অভাবে তার বাড়ি নির্মাণ সম্ভব হতো না। যেহেতু এক্ষেত্রে তার অর্থের সীমাবদ্ধতা ছিল কিন্তু ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে এ ধরনের সীমাবদ্ধতা প্রায় পুরোপুরি হ্রাস পায়। সুতরাং পরিশেষে বলা যায় যে, বাড়ি নির্মাণের জন্য ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ সম্পূর্ণ যৌক্তিক বলে আমি মনে করি।

২। মি. রেজাউল ৫ বছর পর ১,০০,০০০ টাকা পাওয়ার আশায় বর্তমানে কিছু টাকা ব্যাংকে জমিয়ে রাখতে চান। জনতা ব্যাংক তাকে বার্ষিক ১০% হারে সুদ প্রদানের প্রস্তাব দিয়েছে এবং ডাচ-বাংলা ব্যাংক তাকে ৯% হার মাসিক চক্রবৃদ্ধির প্রস্তাব দিয়েছে। **[সকল বোর্ড '১৮]**

ক) EAR এর পূর্ণরূপ লেখ।

খ) বাট্টাকরণ প্রক্রিয়া কী? ব্যাখ্যা কর।

গ) ৫ বছর পর ১,০০,০০০ টাকা পাওয়ার জন্য মি. রেজাউলকে জনতা ব্যাংকে কত টাকা জমা দিতে হবে?

ঘ) কোন ব্যাংকে টাকা জমা রাখলে জনাব রেজাউল অধিকতর লাভবান হবেন? সিদ্ধান্ত দাও।

উত্তর

ক) EAR এর পূর্ণরূপ লেখ।

EAR এর পূর্ণরূপ হলো Effective Annual Rate.

খ) বাট্টাকরণ প্রক্রিয়া কী? ব্যাখ্যা কর।

অর্থের বর্তমান মূল্য নির্ণয় করার প্রক্রিয়াকে বাট্টাকরণ প্রক্রিয়া বলে।

বর্তমানে পাওয়া আর ভবিষ্যতে পাওয়া একই পরিমাণ অর্থ সমান মূল্য বহন করে না। এ কারণে ভবিষ্যতে যে অর্থ পাওয়া যাবে তা বর্তমান মূল্য রূপান্তর করে আর্থিক সিদ্ধান্ত নিতে হয়। একারণেই বাট্টাকরণ প্রক্রিয়ায় ভবিষ্যৎ মূল্য থেকে বর্তমান মূল্য নির্ণয় করা হয়।

গ) ৫ বছর পর ১,০০,০০০ টাকা পাওয়ার জন্য মি. রেজাউলকে জনতা ব্যাংকে কত টাকা জমা দিতে হবে?

পাঁচ বছর পর ১ লখ টাকা পেতে মি. রেজাউলকে বর্তমানে জনতা ব্যাংকে জমা রাখতে হবে-

আমরা জানি,

বর্তমান মূল্য $(PV) = \frac{FV}{(১+i)^n}$

$= \frac{১,০০,০০০}{(১+০.১০)^৫}$

$= \frac{১,০০,০০০}{১.৬১০৫১}$

$= ৬২,০৯২$ টাকা (প্রায়)

এখানে,

ভবিষ্যৎ মূল্য, (FV) = ১,০০,০০০ টাকা

মেয়াদকাল (n) = ৫ বছর

সুদের হার (i) = ১০% বা ০.১০

বর্তমান মূল্য, PV =?

সুতরাং, পাঁচ বছর পর মি. রেজাউল ১,০০,০০০ টাকা পেতে চাইলে তাকে বর্তমানে জনতা ব্যাংকে ৬২,০৯২ টাকা (প্রায়) জমা রাখতে হবে।

ঘ) কোন ব্যাংকে টাকা জমা রাখলে জনাব রেজাউল অধিকতর লাভবান হবেন? সিদ্ধান্ত দাও।

পাঁচ বছর পর ১,০০,০০০ টাকা পেতে মি. রেজাউলকে বর্তমানে ডাচ বাংলা ব্যাংকে জমা রাখতে হবে-

$PV = \frac{FV}{\left(১+\frac{i}{m}\right)^{n\times m}}$

$= \frac{১,০০,০০০}{\left(১+\frac{০.০৯}{১২}\right)^{৫\times১২}}$

$= \frac{১,০০,০০০}{(১.০০৭৫)^{৬০}}$

$= ৬৩,৮৭০$ টাকা (প্রায়)

দেওয়া আছে,

ভবিষ্যৎ মূল্য, FV= ১,০০,০০০ টাকা

সুদের হার, I= ৯% বা ০.০৯

মেয়াদ, n= ৫ বছর

চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা, m= ১২ [∵ মাসিক চক্রবৃদ্ধি]

বর্তমান মূল্য, PV=?

সুতরাং, পাঁচ বছর পর ১,০০,০০০ টাকা পেতে ডাচ বাংলা ব্যাংক-এ বর্তমানে জমা রাখতে হবে ৬৩,৮৭০ টাকা (প্রায়)। বিকল্প প্রস্তাবে জনতা ব্যাংক- এ বর্তমানে জমা রাখতে হবে ৬২,০৯২ টাকা (প্রায়) (গ নং থেকে প্রাপ্ত)। অর্থাৎ ভবিষ্যতে সমপরিমাণ টাকা পেতে জনতা ব্যাংকে কম টাকা জমা রাখতে হবে। তাই মি. রেজাউলের জন্য জনতা ব্যাংক-এ টাকা জমা রাখা বেশি লাভজনক হবে।

মূলধন ব্যয়

২। আলাউল কোম্পানি লি. ১০ শতাংশ অগ্রাধিকার শেয়ার ইস্যু করে। প্রতিটি শেয়ারের লিখিত মূল্য ১,২০০ টাকা এবং প্রতিটি শেয়ার বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থ ১,০০০ টাকা। **[সকল বোর্ড '১৮]**

ক) কর সমন্বয়কৃত ঋণ মূলধন ব্যয়ের সূত্রটি লেখো।

খ) মূলধন ব্যয় বলতে কী বোঝায়?

গ) আলাউল কোম্পানি লি.-এর অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় নির্ণয় করো।

ঘ) আলাউল কোম্পানি যদি প্রতিটি শেয়ার লিখিত মূল্যে বিক্রয় করতে পারে তাহলে উক্ত কোম্পানির শেয়ার ব্যয়ে কি কোনো পার্থক্য হবে? সিদ্ধান্ত দাও।

উত্তর

ক) কর সমন্বয়কৃত ঋণ মূলধন ব্যয়ের সূত্রটি লেখো।

কর সমন্বয় কৃত ঋণ মূলধনের ব্যয়ের সূত্রটি হল - করপূর্ব ঋণ মূলধন ব্যয় × (১ - কর হার)।

খ) মূলধন ব্যয় বলতে কী বোঝায়?

বিনিয়োগকারীদের প্রত্যাশিত ন্যূনতম আয়ের হারকে মূলধন ব্যয় বলা হয়।

একটি প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের মূলধন ব্যয় থাকতে পারে যেমন ব্যাংক থেকে মূলধনের জোগান দেয়া হলে ব্যাংকের সুদ আবার শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে মূলধনের জোগান দেয়া হলে শেয়ার মালিকদের প্রত্যাশিত লভ্যাংশ মূলধন ব্যয় হিসেবে বিবেচিত হবে।

গ) আলাউল কোম্পানি লি.-এর অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় নির্ণয় করো।

আলাউল কোম্পানি লি. এর অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় নির্ণয় করা হলোঃ

এখানে,

শেয়ার মালিকদের লভ্যাংশ = (১,২০০× ১০%) = ১২০ টাকা

শেয়ার বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থ = ১,০০০ টাকা

আমরা জানি,

অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় = $\frac{\text{শেয়ার মালিকদের প্রত্যাশিত লভ্যাংশ}}{\text{শেয়ার বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থ}} \times ১০০ = \frac{১২০}{১,০০০} \times ১০০ = ১২\%$

সুতরাং আলাউল কোম্পানি লি এর অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় ১২%।

ঘ) আলাউল কোম্পানি যদি প্রতিটি শেয়ার লিখিত মূল্যে বিক্রয় করতে পারে তাহলে উক্ত কোম্পানির শেয়ার ব্যয়ে কি কোনো পার্থক্য হবে? সিদ্ধান্ত দাও।

আলাউল কোম্পানি যদি প্রতিটি শেয়ার লিখিত মূল্যে বিক্রয় করতে পারে তাহলে শেয়ার বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থ হবে বিক্রয়মূল্য = লিখিত মূল্য = ১,২০০ টাকা।

এখানে,

শেয়ার মালিকদের লভ্যাংশ = $(১,২০০ \times ১০\%) = ১২০$ টাকা

$$\therefore \text{অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয়} = \frac{\text{শেয়ার মালিকদের প্রত্যাশিত লভ্যাংশ}}{\text{শেয়ার বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থ}} \times ১০০ =$$

$$\frac{১২০}{১,২০০} \times ১০০ = ১০\%$$

এখানে লক্ষণীয় যে, যখন বিক্রয়মূল্য ১,০০০ টাকা তখন অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় ১২% (গ নং থেকে প্রাপ্ত) আবার যদি প্রতিটি শেয়ার লিখিত মূল্যে বিক্রয় করতে পারে তখন অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় হবে ১০%। এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় (১২%-১০%)=২% হ্রাস পাবে। সুতরাং আলাউল কোম্পানি যদি প্রতিটি শেয়ার লিখিত মূল্যে বিক্রয় করতে পারে তাহলে উক্ত কোম্পানির শেয়ার ব্যয়ে পার্থক্য হবে বলে আমি মনে করি।

১। জনাব আজিজ একজন স্কুল শিক্ষক। একদিন বিদ্যালয়ে পাঠদান করার সময় একজন শিক্ষার্থী শেয়ারের বিভিন্ন ধরন সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি 'ক' ও 'খ' নামক নিম্নলিখিত দুই ধরনের শেয়ার সম্পর্কে আলোচনা করলেন

শেয়ার ক: এই ধরনের শেয়ারে বিনিয়োগ থেকে নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পাওয়া যায়।

শেয়ার 'খ': এই ধরনের শেয়ারে বিনিয়োগ থেকে প্রচুর আয়ের সম্ভাবনা থাকলেও, এটি একিট ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ।

[সকল বোর্ড '১৮]

ক) বাংলাদেশে কয়টি স্টক এক্সচেঞ্জ রয়েছে?

খ) শেয়ারের রূপান্তরযোগ্যতা বলতে কী বোঝায়?

গ) উদ্দীপকের 'ক' নামক শেয়ারটি কোন ধরনের? বর্ণনা করো।

ঘ) উদ্দীপকের 'খ' নামক শেয়ারে বিনিয়োগ অধিক ঝুঁকিপূর্ণ- তুমি কি এ বাক্যের সাথে একমত? যুক্তি দাও।

ক) বাংলাদেশে কয়টি স্টক এক্সচেঞ্জ রয়েছে?

বাংলাদেশ ২টি স্টক এক্সচেঞ্জ রয়েছে।

খ) শেয়ারের রূপান্তরযোগ্যতা বলতে কী বোঝায়?

একটি নির্দিষ্ট সময় পর বিনিয়োগকে সাধারন শেয়ারে রূপান্তর করার সুযোগ থাকলে একে শেয়ারের রূপান্তর যোগ্যতা বলে।

কোম্পানি অনেক সময় কোম্পানি বিনিয়োগকারীদের কাছে রূপান্তরযোগ্য শেয়ার বিক্রি করে। বিনিয়োগকারীরা নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করে তাদের এই সকল বিনিয়োগকে সাধারন শেয়ারে রূপান্তর করার সুযোগ পায়। অনেক ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার শেয়ার একটি নির্দিষ্ট সময় পর সাধারন শেয়ারে রূপান্তর করার বিকল্প সুযোগ থাকে এ ধরনের রূপান্তর প্রক্রিয়াকে শেয়ারের রূপান্তরযোগ্যতা বলা হয়।

গ) উদ্দীপকের ‘ক’ নামক শেয়ারটি কোন ধরনের? বর্ণনা করো।

উদ্দীপকের 'ক' নামক শেয়ারটি হল অগ্রাধিকার শেয়ার।

যে শেয়ারের মালিকগণ লভ্যাংশ প্রাপ্তি ও মূলধন প্রত্যাবর্তনের অন্যান্য শেয়ার মালিকগণের অগ্রাধিকার পায় তাকে অগ্রাধিকার শেয়ার বলে। এ ধরনের শেয়ারে বিনিয়োগ করে এর মালিকগণ নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পায় এ ধরনের বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত আয় ঝুঁকিমুক্ত।

উদ্দীপকের জনাব আজিজ তার শিক্ষার্থীদের শেয়ারের বিভিন্ন ধরন সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে কোন নামক শেয়ারের ক্ষেত্রে উল্লেখ করেন এই ধরনের শেয়ারে বিনিয়োগ থেকে নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পাওয়া যায়। সুতরাং এর থেকে নিশ্চিত করে বলা যায় উদ্দীপকে ‘ক’ নামক শেয়ারটি হল অগ্রাধিকার শেয়ার।

ঘ) উদ্দীপকের ‘খ’ নামক শেয়ারে বিনিয়োগ অধিক ঝুঁকিপূর্ণ- তুমি কি এ বাক্যের সাথে একমত? যুক্তি দাও।

উদ্দীপকের খরচ শেয়ারে বিনিয়োগ অধিক ঝুঁকিপূর্ণ এ বাক্যের সাথে আমি পুরোপুরি একমত।

যে শেয়ারের মালিক গন অধিকার দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিভিন্ন দিক বিচারে অধিক সুবিধা ও মর্যাদা ভোগ করলেও লভ্যাংশ বণ্টনে ও কোম্পানির মূলধন প্রত্যাবর্তনে অগ্রাধিকার পায় না তাকেই সাধারণ শেয়ার বলে।

উদ্দীপকে উল্লেখ্য শেয়ার খ-এর বিনিয়োগ থেকে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে তবে বিনিয়োগকারীদের জন্য এটি একটি ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ অর্থাৎ বৈশিষ্ট্য বিচার এশিয়ার একটি সাধারণ শেয়ার।

সাধারণ শেয়ার ইস্যুকারী কোম্পানির সবসময় শেয়ার মালিকদের লভ্যাংশ দিতে বাধ্য থাকে না। পর্যাপ্ত মুনাফা করতে না পারলে কোম্পানির শেয়ার মালিকদের কোন লভ্যাংশ দেয় না।

১। প্রাচীনকালে মানুষের চাহিদা ছিল খুব সীমিত। তখন মানুষ একটি দ্রব্য দিয়ে আরেকটি দ্রব্য গ্রহণ করত। পরবর্তীতে উক্ত প্রথার বিভিন্ন সমস্যার কারণে মুদ্রার আবির্ভাব হয়। মুদ্রা প্রচলনের পরপরই ব্যাংক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। মুদ্রা ছাড়া যেমন ব্যাংক চলতে পারেনা, তেমনি ব্যাংক ছাড়া মুদ্রার ব্যবহার সীমিত।

[সকল বোর্ড '১৮]

ক) কোন শতাব্দীতে কাগজি মুদ্রার প্রচলন শুরু হয়?

খ) ই-ব্যাংকিং কী? ব্যাখ্যা করো।

গ) উদ্দীপকের প্রাচীনকালে ব্যবহৃত প্রথাটির সমস্যাগুলো ব্যাখ্যা করো।

ঘ) 'মুদ্রা ছাড়া যেমন ব্যাংক চলতে পারে না, তেমনি ব্যাংক ছাড়া মুদ্রার ব্যবহার সীমিত' - বাক্যটির আলোকে মুদ্রা ও ব্যাংকের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো।

উত্তর

ক) কোন শতাব্দীতে কাগজি মুদ্রার প্রচলন শুরু হয়?

ঊনবিংশ শতাব্দীতে কাগজি মুদ্রার প্রচলন শুরু হয়।

খ) ই-ব্যাংকিং কী? ব্যাখ্যা করো।

কম্পিউটার প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্যাংকিং সুবিধা প্রদানের আধুনিক কৌশলই হলো ই-ব্যাংকিং বা ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং।

ই-ব্যাংকিং এর পূর্ণরূপ হল ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং। ই-ব্যাংকিং এর সাহায্যে অতি দ্রুত, নির্ভুল ও বিস্তৃতভাবে ব্যাংকিং কাজ পরিচালনা করা যায়। এক্ষেত্রে অর্থ উত্তোলন, অর্থ স্থানান্তর,তথ্য সংগ্রহ,সংরক্ষণ ,প্রদান,যোগাযোগ ইত্যাদি কাজ ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সম্পাদিত হয়।

গ) উদ্দীপকের প্রাচীনকালে ব্যবহৃত প্রথাটির সমস্যাগুলো ব্যাখ্যা করো।

উদ্দীপকে উল্লেখ্য প্রাচীনকালে ব্যবহৃত প্রথাটি হল বিনিময় প্রথা।

বিনিময় প্রথা বলতে 'দ্রব্যের বিনিময় দ্রব্য' অর্থাৎ পরস্পরের মধ্যে প্রয়োজন অতিরিক্ত দ্রব্যাদি বিনিময়ের মাধ্যমে নিজেদের চাহিদা নির্বাহ করার প্রথাকে বোঝায়। প্রাচীনকালে মানুষ এভাবে লেনদেন করত। তবে এই প্রথার কিছু অসুবিধার কারণে তা বিলুপ্ত হয়ে যায়।

উদ্দীপকে প্রাচীনকালের বিনিময় প্রথা সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে। তখনকার মানুষ নিজেদের মধ্যে দ্রব্য বিনিময় করে জীবন-যাপন করত এবং তাদের চাহিদাও ছিল খুব সীমিত। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে সমতা না থাকায় সব প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হতো না। সমতা বলতে মূল্যের পরিমাপ করা সংক্রান্ত সমস্যাকে বোঝানো হয়েছে যা এই প্রথার প্রধান সমস্যা। উদাহরণস্বরূপ ১ কেজি চালের বিনিময়ে অন্য কোন শস্য কতটুকু বিনিময়যোগ্য তা নির্ধারন করা সমস্যা ছিল। অন্যদিকে পচনশীল দ্রব্যের সমস্যাও অন্যতম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এসকল কারণেই এ প্রথাটি বিলুপ্ত হয়ে যায়।

ঘ) 'মুদ্রা ছাড়া যেমন ব্যাংক চলতে পারে না, তেমনি ব্যাংক ছাড়া মুদ্রার ব্যবহার সীমিত'- বাক্যটির আলোকে মুদ্রা ও ব্যাংকে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো।

মুদ্রা ছাড়া যেমন ব্যাংক চলতে পারে না তেমনি ব্যাংক ছাড়াও মুদ্রা ব্যবহার সীমিত- এ বাক্যটি থেকে মুদ্রা ও ব্যাংকের মধ্যে নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বিষয়ে ধারণা পাওয়া যায়।

ব্যাংক ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত ব্যাংক মুদ্রাকেই তার ব্যবসায়ের প্রধান উপাদান হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। তাই মুদ্রাও ব্যাংক একটি অন্যটির সহযোগী হিসেবে কাজ করছে।

উদ্দীপকে উল্লেখ্য বিনিময় প্রথার বিলুপ্তির পরেই মুদ্রার আবির্ভাব হয়।এবং মুদ্রা প্রচলনের পরপরই ব্যাংক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা এবং মুদ্রাও ব্যাংকের মধ্যে এক ধরনের সম্পর্ক কে নির্দেশ করা হয়েছে। মুদ্রা ছাড়া যেমন ব্যাংক চলতে পারে না, তেমনি ব্যাংক ছাড়া মুদ্রার ব্যবহার সীমিত।

প্রকৃতপক্ষে মুদ্রা তথা অর্থকে কেন্দ্র করেই ব্যাংক তার ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। মানুষের কাছে থাকা প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ সঞ্চয় হিসেবে সংগ্রহের মাধ্যমে ব্যাংক আমানতের সৃষ্টি করে যার বিনিময়ে সঞ্চয়কারী নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা পেয়ে থাকে। এই আমানত ঋণগ্রহীতাকে ঋণ হিসেবে বর্ধিত সুদ প্রদানের মাধ্যমে ব্যাংক তার ব্যবসায়িক মুনাফা লাভ করে থাকে। সুতরাং এর থেকে বলা যায় মুদ্রা ও ব্যাংক পুরোপুরি একে অন্যের পরিপূরক।

২। জনাব রহমান একজন নির্দিষ্ট আয়ের চাকরিজীবী। তিনি তার অর্জিত আয়ের সব টাকা খরচ না করে প্রতি মাসে কিছু টাকা সঞ্চয় করেন। তিনি উক্ত সঞ্চয়কৃত অর্থ নিরাপদে জমা রাখার উদ্দেশ্যে একটি ব্যাংক হিসাব খোলার সিদ্ধান্ত নেন। ব্যাংক হিসাব খোলার পর সর্বোচ্চ সুবিধা ভোগ করার উদ্দেশ্যে তিনি ব্যাংকে হিসাব খোলার বিবেচ্য বিষয়গুলো নিয়েও চিন্তাভাবনা করছেন। [সকল বোর্ড '১৮]

ক) ব্যাংকিং ব্যবসায়ে লিপ্ত ব্যক্তিকে কী বলে?

খ) কোন ব্যাংককে ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয়? ব্যাখ্যা করো।

গ) জনাব রহমানের ব্যাংক হিসাবের ধরণ বর্ণনা করো।

ঘ) ব্যাংকে হিসাব খোলার বিবেচ্য বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করা জনাব রহমানের জন্য কতটুকু যুক্তিযুক্ত? মূল্যায়ন করো।

উত্তর

ক) ব্যাংকিং ব্যবসায়ে লিপ্ত ব্যক্তিকে কী বলে?

ব্যাংকিং ব্যবসায়ে লিপ্ত ব্যক্তিকে ব্যাংকার বলে।

খ) কোন ব্যাংককে ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয়? ব্যাখ্যা করো।

কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয়।

অনেক সময় বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ তারল্য সংকটে পড়ে কোনো কাছ থেকেই প্রয়োজনীয় আমানত বা ঋণ সংগ্রহ করতে পারে না। গ্রাহকদের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়। তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রাবাজা অভিভাবক ও দেশের অর্থনীতির সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান ছিল ব্যাংকসমূহকে ঋণ সরবরাহে এগিয়ে আসে।

গ) জনাব রহমানের ব্যাংক হিসাবের ধরণ বর্ণনা করো।

জনাব রহমানের ব্যাংক হিসাবের ধরণ হলো সঞ্চয়ী হিসাব।

যে হিসাবের মাধ্যমে প্রতিদিন বা সপ্তাহে যতবার খুশি টাকা জমা রাখা যায়, কিন্তু সপ্তাহে দুইবার বা নিয়ম অনুযায়ী টাকা উত্তোলন করা যায় তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলে। সাধারণত অব্যবসায়ী নির্দিষ্ট আয়ের জনগণ সয়ের উদ্দেশ্যে এ হিসাব খুলে থাকে। এ হিসাবের বিপরীতে ব্যাংক ডেবিট কার্ডও ইস্যু করে থাকে।

উদ্দীপকের জনাব রহমান একজন চাকরিজীবী। তার আয়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট। জনাব রহমান তার অর্জিত আয়ের সব টাকা খরচ করেন না। প্রতিমাসে কিছু টাকা সঞ্চয় করেন। এক্ষেত্রে জনাব রহমান ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসাব খোলেন। কারণ তিনি তার খরচের অতিরিক্ত অংশ সঞ্চয় করেন। সঞ্চয়ী হিসাবে টাকা জমাদানের ক্ষেত্রে কোনো বাধা-নিষেধ নেই। তাই জনাব রহমান যেকোনো পরিমাণ টাকা সঞ্চয়ের সুযোগ পাবেন।

ঘ) ব্যাংকে হিসাব খোলার বিবেচ্য বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করা জনাব রহমানের জন্য কতটুকু যুক্তিযুক্ত? মূল্যায়ন করো।

উদ্দীপকের জনাব রহমানের হিসাব খোলার বিবেচ্য বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করা অযৌক্তিক।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে একজন গ্রাহক শুধু অর্থ জমা ও উত্তোলনের উদ্দেশ্যে ব্যাংকে হিসাব খুলেন না। পাশাপাশি ব্যাংকের বহুমুখী সেবা, ঋণ সুবিধা, জমার ওপর সুদ, ব্যাংক চার্জ, ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং সেবা ইত্যাদি বিষয়। বিবেচনা করে ব্যাংকে হিসাব খোলার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেন।

উদ্দীপকের জনাব রহমান একজন নির্দিষ্ট আয়ের চাকরিজীবী তিনি তার প্রতি মাসের আয় থেকে কিছু টাকা সঞ্চয় করেন। এই টাকা নিরাপদে সঞ্চয় করতে তিনি ব্যাংকে একটি সঞ্চয়ী হিসাব খোলেন। তবে ব্যাংক হিসাব খোলার পর সর্বোচ্চ সুবিধা পাওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি হিসাব খোলার বিবেচ্য বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করছেন।

ব্যাংকে হিসাব খোলার বিবেচ্য বিষয়গুলো জনাব রহমানের হিসাব খোলার আগে বিবেচনা করা উচিত ছিল। ফলে তিনি ব্যাংকের অবস্থান, দক্ষতা ও শাখার সংখ্যা বিবেচনায় রাখতে পারতেন। এছাড়াও সঞ্চয়ের ওপর ব্যাংকের প্রদত্ত সুদের হার, ই-ব্যাংকিংসহ নানান সেবা বিবেচনা করে সর্বোচ্চ সুবিধা দেয় এমন ব্যাংক নির্বাচন করতে পারতেন। আর এই ধরনের বিষয়গুলো গ্রাহকগণ ব্যাংক হিসাব খোলার আগে নিশ্চিত হন। তাই বলা যায়, জনাব রহমানের জন্য হিসাব খোলার পর এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা করা যুক্তিযুক্ত নয়।

গ) জনাব আলীর স্বাক্ষরকৃত চেকটি কোন ধরনের চেক ছিল? বর্ণনা করো।

জনাব আলীর স্বাক্ষরকৃত চেকটি হলো বাহক চেক।

যে চেকের টাকা ব্যাংক চেকের বাহককে নগদে পরিশোধ করে তাকে বাহক চেক বলে। বাহক চেক উপস্থাপনকারীকে ব্যাংক নগদ অর্থ দিতে বাধ্য থাকে। তাই এই ধরনের চেকের নিরাপত্তা কম।

উদ্দীপকের জনাব আলী একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। ব্যাংক থেকে টাকা ওঠানোর উদ্দেশ্যে তিনি একটি চেকে স্বাক্ষর করেন। তবে ভুলবশত চেকটি তার টেবিলের ড্রয়ারে রেখে বাইরে যান। তার বাড়ির চাকর চেকটি পেয়ে নির্দিষ্ট ব্যাংকে জমা দেয়। ব্যাংক সাথে সাথে উক্ত চেকের টাকা পরিশোধ করে। সাধারণত বাহক চেকের ক্ষেত্রে চেক ব্যাংকে জমা করা মাত্রই ব্যাংক তা নগদ পরিশোধে বাধ্য থাকে। সুতরাং, জনাব আলীর স্বাক্ষর করা চেকটি বাহক চেক হওয়াতেই ব্যাংক তার চাকরকে তা পরিশোধ করেছে।

ঘ) জনাব আলীর চেকের মাধ্যমে লেনদেনের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার জন্য কোন ধরনের চেক সর্বোত্তম বলে তুমি মনে করো? যুক্তি দাও।

জনাব আলীর চেকের মাধ্যমে লেনদেনের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার জন্য দাগকাটা চেক সর্বোত্তম হবে বলে আমি মনে করি।

দাগকাটা চেকের অর্থ ব্যাংক নগদে পরিশোধ করে না। ব্যাংক হিসাবে চেক জমা দেওয়ার মাধ্যমে এই চেকের টাকা উত্তোলন করতে হয়। লেনদেনের ক্ষেত্রে এই ধরনের চেক অপেক্ষাকৃত বেশি নিরাপদ।

উদ্দীপকের জনাব আলী তার স্বাক্ষরকৃত একটি চেক ভুলবশত টেবিলের ড্রয়ারে রেখে বাইরে যান। বাড়ির চাকর চেকটি নিয়ে ব্যাংকে জমা দেয়। ব্যাংক চেকের টাকা জনাব আলীর চাকরকে নগদে দিয়ে দেয়। এক্ষেত্রে জনাব আলী বাহক চেক তৈরি করায় এই ধরনের ক্ষতির মুখোমুখী হন। তবে পরবর্তীতে চেকের মাধ্যমে লেনদেনের ক্ষেত্রে তিনি নিরাপত্তার কথা চিন্তা করছেন।

জনাব আলী চেকের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ লেনদেনের ক্ষেত্রে দাগকাটা চেক ব্যবহার করতে পারেন। তার পূর্বের তৈরি করা চেকটি যদি দাগকাটা চেক হতো তবে তিনি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতেন না। কারণ সেক্ষেত্রে উক্ত চেকটি নির্দিষ্ট প্রাপকের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে জমা দিতে হতো। আর ব্যাংক এই চেকের টাকা হিসাবের মাধ্যমেই পরিশোধ করত। ফলে চেকের প্রাপক ছাড়া এর অর্থ অন্য কেউ ওঠাতে পারতো না। এই বিষয়টিকে বিবেচনা করে জনাব আলীর উচিৎ চেকের মাধ্যমে লেনদেনের ক্ষেত্রে দাগকাটা চেক ব্যবহার করা।

১। জনাব সোহেল ও রুবেল দুইজন রড-সিমেন্ট ব্যবসায়ী। জনাব সোহেল ব্যবসায়ের বিগত বছরের আয় ব্যবহার করে রড-সিমেন্টের পাশাপাশি ঢেউটিন ও সিমেন্ট সিটের ব্যবসায় শুরু করেন। অপরদিকে, জনাব রুবেলের ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জ্ঞান ও উপযুক্ত আর্থিক পরিকল্পনার অভাবে তিনি তার ব্যবসায়ের অর্জিত মুনাফার সবটুকু প্রতিষ্ঠানে পুনঃবিনিয়োগ না করে পরিবারের ভোগ-বিলাসী পণ্যদ্রব্য ক্রয়ের জন্য খরচ করে।

[রাজশাহী বোর্ড '১৮]

ক) বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত কী?

খ) কোন ধরনের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তি দ্বারা দায় পরিশোধ করতে হয়? ব্যাখ্যা কর।

গ) জনাব সোহেলের ব্যবসায়ে অর্থায়নের কোন নীতি অনুসরণ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ) জনাব রুবেলের ব্যবসায়িক কার্যক্রমের আলোকে কারবারি অর্থায়নের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

উত্তর

ক) বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত কী?

প্রতিষ্ঠানের সংগ্রহ করা তহবিল কোন কোন খাতে ব্যয় করা হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়াই হলো বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত।

খ) কোন ধরনের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তি দ্বারা দায় পরিশোধ করতে হয়? ব্যাখ্যা কর ।

একমালিকানা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তি দ্বারা দায় পরিশোধ করতে হয়।

যে ব্যবসায় একক ব্যক্তি মালিকানায় গঠিত ও লাভের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় তাকে একমালিকানা ব্যবসায় বলে। এ ধরনের ব্যবসায় মালিক একজন হওয়ায় ব্যবসায় সমস্ত ঝুঁকি মালিককে একাই বহন করতে হয় এবং ব্যবসায় যে সকল মুনাফা হয় সকল মুনাফাও মালিক একাই ভোগ করে। মালিকের সমস্ত ঝুঁকি তাকেই বহন করতে হওয়ার ফলে প্রয়োজনে দায় পরিশোধে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তিও আওতাভুক্ত।

গ) জনাব সোহেলের ব্যবসায়ে অর্থায়নের কোন নীতি অনুসরণ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব সোহেলের ব্যবসায় ক্ষেত্রে অর্থায়ন এর "বৈচিত্রায়ন ও ঝুঁকি বন্টন নীতি" অনুসরণ করা হয়েছে।

অর্থায়ন এর "বৈচিত্রায়ন ও ঝুঁকি বন্টন নীতি" অনুসারে একটি খাতে বিনিয়োগ না করে একাধিক খাতে বিনিয়োগ করা হয়। তহবিল বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কারবারে পণ্য বা সেবা যতদূর সম্ভব বৈচিত্র্যপূর্ণ হলে কারবারের ঝুঁকি বন্টিত হয় ও একই সাথে ঝুঁকি হ্রাস পায়।

উদ্দীপকে জনাব সোহেল রড সিমেন্টের ব্যবসায়ী হবার পরেও ব্যবসায়ের বিগত বছরের আয় ব্যবহার করে রড সিমেন্ট এর পাশাপাশি ঢেউটিন ও সিমেন্টের ব্যবসায় শুরু করেন। এক্ষেত্রে তার বিনিয়োগ যোগ্য তহবিল রড-সিমেন্টের ব্যবসায় বিনিয়োগ না করে ঢেউটিন ও সিমেন্ট শিল্পে ব্যবহার করার মাধ্যমে পণ্যের বৈচিত্রায়ন ঘটে এবং এর ফলপ্রসূতে যদি একটি ব্যবসায়ের পণ্যের ক্ষতি হয় তবে অন্যান্য পণ্যের বিক্রি দ্বারা সে ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া সম্ভব। তাই সবশেষে বলা যায় জনাব সোহেলের ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অর্থায়নের "বৈচিত্রায়ন ও ঝুঁকি বন্টন নীতি" অনুসরণ করা হয়েছে।

গ) জনাব সোহেলের ব্যবসায়ে অর্থায়নের কোন নীতি অনুসরণ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

উদ্দীপকে জনাব রুবেলের ব্যবসায়ী কার্যক্রমে কারবারি অর্থায়নের গুরুত্ব অপরিসীম।

একজন ব্যবসায়ীর কাঙ্ক্ষিত মুনাফা অর্জন করতে যে সকল জ্ঞান দরকার তার ভেতরে অন্যতম হলো অর্থায়ন বিষয়ক জ্ঞান। এই অর্থায়ন বিষয়ক জ্ঞান থাকলে সহজেই পরিকল্পনামাফিক প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থ সংরক্ষণ করে তার সঠিক বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্যবসায় পরিচালনা ও কাঙ্ক্ষিত মুনাফা অর্জন করা যায়। এক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার থেকে বেশি প্রয়োজন হয় অর্থায়ন বিষয়ক সরাসরি জ্ঞান।

উদ্দীপকের জনাব রুবেল এর ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় ব্যবসার ক্ষেত্রে তার আর্থিক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জ্ঞানের ঘাটতি রয়েছে। তিনি রড সিমেন্টের ব্যবসা এর অর্জিত সকল মুনাফা পুনঃবিনিয়োগ না করে পরিবারের ভোগবিলাসী পণ্যদ্রব্য ক্রয়ের জন্য খরচ করেন। যার ফলে তিনি অতিরিক্ত মুনাফা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হন।

উদ্দীপকের জনাব রুবেল ব্যবসায়ের অর্জিত মুনাফা পুনরায় লাভজনক খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে একদিকে যেমন অধিক মুনাফা লাভ করতে পারতেন অপরদিকে ব্যবসায়ের বৈচিত্রায়ন আনতে পারতেন। এর মাধ্যমে তার অর্থায়ন ব্যবস্থাপনাবিষয়ক জ্ঞানের অনুপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং পরিশেষে বলা যায় জনাব রুবেলের ব্যবসায়ী কার্যক্রমে কারবারি অর্থায়নের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

BARISAL 2018

অর্থায়ন ও ব্যবসায় অর্থায়ন

২। জনাব বাবুল যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতির কথা চিন্তা করে ধান বিক্রির পাশাপাশি চাল ও মাছ বিক্রির ব্যবসায় চালু করেন। সম্প্রতি চালের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি সব জমানো টাকা দিয়ে চাল ক্রয় করে গুদামে জমা রাখেন। এ কারণে তিনি গত মাসে কর্মচারীদের বেতন দিতে পারেননি। তিনি আশা করেছিলেন চাল বিক্রি করে সামনের মাসে সব বেতন পরিশোধ করবেন। কিন্তু সম্প্রতি চালের মূল্য কমে যাওয়ায় বেতন প্রদানে তিনি চিন্তায় পড়েন। [বরিশাল বোর্ড '১৯]

ক) আন্তর্জাতিক অর্থায়ন কি?

খ) স্কুল বিতর্কের জন্য কোন ধরনের অর্থায়ন প্রয়োজন? ব্যাখ্যা কর।

গ) জনাব বাবুল কোন ধরনের অর্থায়নের ফলে ব্যবসা সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নিলেন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ) অর্থায়নের নীতিমালার আলোকে জনাব বাবুলের কার্যক্রমের যৌক্তিকতা মূল্যায়ন কর।

উত্তর

ক) আন্তর্জাতিক অর্থায়ন কি?

আন্তর্জাতিক অর্থায়ন বলতে আমদানি ও রপ্তানি খাতগুলো নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ এবং এ সংক্রান্ত ঘাটতি কিভাবে ব্যবস্থাপনা করা যায় ইত্যাদি নিয়ে আলোচনাকে বোঝায়।

খ) স্কুল বিতর্কের জন্য কোন ধরনের অর্থায়ন প্রয়োজন? ব্যাখ্যা কর।

স্কুল বিতর্কের জন্য অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের অর্থায়ন প্রয়োজন।

সমাজে এমন কিছু প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা থাকে যা মানব কল্যাণে বা দরিদ্র, বঞ্চিত মানুষের সেবায় নিয়োজিত। এগুলোকে অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বলা হয়। স্কুল বিতর্ক প্রতিযোগিতা শিক্ষার্থীদের কল্যাণ এর উদ্দেশ্যে করা হয়। তাই এর জন্য অনুদান বা এ জাতীয় অর্থায়ন দরকার যা অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হবে।

গ) জনাব বাবুল কোন ধরনের অর্থায়নের ফলে ব্যবসা সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নিলেন? ব্যাখ্যা কর।

উদ্দীপকে জনাব বাবুল সরকারি অর্থায়ন এর ফলে ব্যবসা সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
যে অর্থায়নে দেশের সার্বিক উন্নয়নের খাতসমূহের ব্যয় ও এ সকল ব্যয় নিরূপণ করার জন্য আয়ের উৎস সমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে সরকারি অর্থায়ন বলে। সরকারি অর্থায়নে আয়ের আগে ব্যয়ের খাতগুলো নিরূপণ করা হয়। কারণ সরকারি অর্থায়ন এর মূল লক্ষ্য হলো জনকল্যাণ।
উদ্দীপকে জনাব বাবুল একজন ধান ব্যবসায়ী। সম্প্রতি যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতির কথা চিন্তা করে ধান বিক্রির পাশাপাশি ব্যবসায় সম্প্রসারণের চিন্তা করেন। মূলত দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য রাস্তাঘাট, সেতু, ব্রিজ, কালভার্ট প্রভৃতি সরকারি অর্থায়নে করা হয়ে থাকে এবং এই সকল প্রকল্পের ক্ষেত্রে আগে ব্যয় নিরূপণ করা হয় এবং পরে আয়ের উৎস চিহ্নিত করা হয়। তাই বলা যায় যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন তথা সরকারি অর্থায়ন এর কারণে জনাব বাবুল ব্যবসায় সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নেন।

ঘ) অর্থায়নের নীতিমালার আলোকে জনাব বাবুলের কার্যক্রমের যৌক্তিকতা মূল্যায়ন কর।

অর্থায়নের তারল্য ও মুনাফা নীতির আলোকে জনাব বাবুল এর কার্যক্রম যৌক্তিক নয়।

তারল্য ও মুনাফা নীতি বলতে তারল্য ও মুনাফার মধ্যে উপযুক্ত ভারসাম্য বজায় রাখাকে বুঝায়। নগদ অর্থ ও মুনাফার মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান। এ নীতি অনুসারে ব্যবসায়ের চলতি ব্যয় বহনের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ তারল্য বা নগদ অর্থ হাতে রেখে অবশিষ্ট অর্থ মুনাফার উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করতে হয়।

উদ্দীপকে জনাব বাবুল চালের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় সব জমানো টাকা দিয়ে চাল ক্রয় করে গুদামে জমা রাখেন। এ কারণে তিনি কর্মচারীদের বেতন দিতে পারেননি অর্থাৎ তিনি তার চলতি ব্যয় নিরূপণের সক্ষমতা হারান।

জনাব বাবুল যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ তারল্য বা নগদ অর্থ চলতি ব্যয় বহনের জন্য নিজের কাছে রেখে অবশিষ্ট অর্থ বিনিয়োগ করতো তাহলে এ ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতো না। সব টাকা একসাথে বিনিয়োগ করার কারণে তারল্য ও মুনাফার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। এরই ফলপ্রসূতে ব্যবসায়ের সুষ্ঠু পরিচালনা ব্যাহত হচ্ছে। তাই তারল্য ও মুনাফা নীতি অনুসারে আর্থিক ব্যবস্থাপনা করতে না পারায় বলা যায় জনাব বাবুলের কার্যক্রম যৌক্তিক নয়।

BARISAL 2018

শেয়ার বন্ড ও ডিবেঞ্চার

২। শাওন ও রবিন স্কয়ার কোম্পানির মালিক। রবিন তার মুনাফার অংশ নিশ্চিত নয় জেনেও কোম্পানির সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। শাওনের মুনাফার অংশ নিশ্চিত। কোম্পানির বার্ষিক সভায় নতুন একটি লাভজনক ব্যবসায় শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এজন্য প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয়। বাজারে ঋণ প্রাপ্তি অপ্রতুল কিন্তু সে বছর স্কয়ার কোম্পানি প্রচুর লাভ করেছে, যা গত বছরের তুলনায় তিনগুণ। সাধারণ সভায় কেউ কেউ লাভের কথা বলেন। আবার কেউ কেউ কোম্পানির সুনামের দিকে নজর দেওয়ার কথা বলেন। তাদের মতে মুনাফার পরিমাণ হঠাৎ করে কমানো ঠিক হবে না। [বরিশাল বোর্ড '১৮]

ক) বিলম্বিত শেয়ার কী?

খ) বিনিয়োগের কোন হাতিয়ারটি সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো।

গ) উদ্দীপকের রবিন কোন ধরনের শেয়ারের মালিক? আলোচনা করো।

ঘ) স্কয়ার কোম্পানির জন্য চলতি বছরে কোন ধরনের লভ্যাংশ নীতি উপযুক্ত? যুক্তিসহ মতামত দাও।

উত্তর

ক) বিলম্বিত শেয়ার কী?

যে শেয়ার ক্রয় করলে শেয়ার মালিকগণ অন্যান্য সকল প্রকার শেয়ার মালিকদের লভ্যাংশ কর্তনের পর আনুপাতিক হারে লভ্যাংশ পায় তাকে বিলম্বিত শেয়ার বলে।

খ) বিনিয়োগের কোন হাতিয়ারটি সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো।

সাধারণ শেয়ারে বিনিয়োগ সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ।

কোম্পানির সাধারণ শেয়ার মালিকদের সবসময় লভ্যাংশ দিতে বাধ্য থাকে না। কোন বছর কোম্পানি পর্যাপ্ত মুনাফা করতে না পারলে এই শেয়ার মালিকদের কোন লভ্যাংশ দেয়া হয় না। আবার কোম্পানির অবসায়নকালে সম্পত্তি বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা অন্যান্যদের দাবি মেটানোর পর কোন অবশিষ্ট অর্থ না থাকলে সাধারণ শেয়ার মালিকরা তাদের বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিবর্তে কিছুই না পাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

গ) উদ্দীপকের রবিন কোন ধরনের শেয়ারের মালিক? আলোচনা করো।

উদ্দীপকের রবিন সাধারণ শেয়ারের মালিক।

সাধারণ শেয়ারের আয়ের হার নির্দিষ্ট না থাকায় অনেক বেশি ঝুঁকিও বহন করতে হয়।

উদ্দীপকের রবিন স্কয়ার কোম্পানির মালিক।কোম্পানিতে তার মুনাফার অংশ নিশ্চিত নয় কিন্তু তিনি কোম্পানির সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। অর্থাৎ রবিন যে শেয়ারে বিনিয়োগ করেন উক্ত শেয়ারের আয় নির্দিষ্ট নয় তবে ভোটাধিকার থাকায় তিনি কোম্পানির সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ ও মতপ্রকাশের সুযোগ পান তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় রবিন সাধারণ শেয়ারের মালিক।

ঘ) স্কয়ার কোম্পানির জন্য চলতি বছরে কোন ধরনের লভ্যাংশ নীতি উপযুক্ত? যুক্তিসহ মতামত দাও।

স্কয়ার কোম্পানির জন্য চলতি বছরে স্থির লভ্যাংশের সাথে অতিরিক্ত লভ্যাংশ নীতি উপযুক্ত হবে।

যেসব কোম্পানির আয় স্থিতিশীল বা নিয়মিত নয় সেসব কোম্পানির জন্য স্থির লভ্যাংশের সাথে অতিরিক্ত লভ্যাংশ নীতি একটি আদর্শ নীতি। এ নীতির আওতায় কোম্পানির প্রতিবছর একটি ন্যূনতম স্থিতিশীল লভ্যাংশ ও সেই সাথে অতিরিক্ত লভ্যাংশ দেয়া হয়।

উদ্দীপকের স্কয়ার কোম্পানি এ বছর প্রচুর লাভ করেছে যা গত বছরের তুলনায় তিনগুণ এ থেকে বোঝা যায় প্রতিষ্ঠানটির আয় স্থিতিশীল নয় এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের জন্য স্থিতিশীল লভ্যাংশের সাথে অতিরিক্ত লভ্যাংশ নীতি অধিক যুক্তিযুক্ত।

লভ্যাংশ প্রদানের সাথে প্রতিটি কোম্পানির সুনাম জড়িত থাকে। এ কারণে স্কয়ার কোম্পানি স্থির লভ্যাংশের সাথে অতিরিক্ত লভ্যাংশ নীতি গ্রহণ করলে সমস্যার সমাধান করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে ন্যূনতম লভ্যাংশের সাথে অতিরিক্ত লভ্যাংশ দেওয়া হবে। এর ফলাফল স্বরূপ শেয়ার মালিকদের আয় বৃদ্ধি পাবে এবং কোম্পানির সুনামও অক্ষুন্ন থাকবে। তাই বলা যায় স্কয়ার কোম্পানির জন্য চলতি বছরে লভ্যাংশের সাথে অতিরিক্ত লভ্যাংশ নীতি অনুসরণ করা উচিত।